গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৪ জুলাই ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ইরাকে সেনা পাঠালে ভারতবাসীকেই অপমান করা হবে

মার্কিন-ব্রিটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে ইরাকের বীর জনগণের বিরামহীন গেরিলা লড়াই যখন ভারত সহ বিশ্বের সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও স্বাধীনতাকামী জনগণকে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করছে, তখন ইরাকে মার্কিন-ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসাবে ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে ভারত সরকারের ব্যগ্রতা বিশ্বের সামনে ভারতবাসীকে এক চরম অপমানের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর আমেরিকার প্রস্তাব ভারতীয় জনগণের সুদীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে প্রথমেই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা দরকার ছিল। কিন্তু তা না করে এ ব্যাপারে আরও ব্যাখ্যা চাওয়া ও আলাপ-আলোচনার নামে বিজেপি সরকারের টালবাহানাই বুঝিয়ে দেয় যে, মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া এই প্রস্তাবের পিছনে বিজেপি সরকারের সায় আছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এসব প্রস্তাব দেওয়ার আগে, অপরপক্ষকে বাজিয়ে নেওয়াটাই অলিখিত রীতি। বুশ-ব্লেয়ার-রামসফেল্ডরা জানত যে, তাদের প্রস্তাব বাজপেয়ি আদবানিরা গিলতে রাজি, যদি দেশের ভিতরকার বিরুদ্ধ তাকে তারা 'ম্যানেজ' করে ফেলতে পারে।

এই প্রস্তাব নিয়ে ভারতেও যথেষ্ট আলোড়ন উঠেছে। ভারতীয় জনমত এর বিরুদ্ধে। সংবাদপত্রে নানা মতামত প্রকাশ পাচ্ছে। যাঁরা বিরুদ্ধতাও করছেন, তাঁদের মধ্যে একদল বলছেন, এই প্রস্তাব যদি রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে দেওয়া হত, ভারতীয় সেনাকে যদি রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে শান্তিরক্ষী বাহিনীর অংশ রূপে পাঠানো হত, তাতে আপত্তির কিছু থাকত না। এই মতকে আমরা আদৌ সঠিক ও সমর্থনযোগ্য মনে করি না। রাষ্ট্রসংঘ নামক প্রতিষ্ঠানটি এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পায়ের জুতোর মতো — দরকার মনে করলে তারা পায়ে গলায়, না হলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এহেন রাষ্ট্রসংঘের ছাপ থাকলেই যদি সমর্থন করতে হয়, তাহলে ১৯৯০ সালে আমেরিকার ইরাক আক্রমণ, ১২ বছর ধরে আর্থিক অবরোধ চাপিয়ে রেখে লক্ষ লক্ষ ইরাকি শিশু ও জনগণকে হত্যা, আফগানিস্তানে বর্বর হামলা ও হত্যা ও এরকম আরও বহু মার্কিন হামলা-অত্যাচার-নিপীড়নকেই সমর্থন জানাতে হয়। এমনকি মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বুটের তলায় ইরাকের বর্তমান পরাধীনতাকেও মেনে নিতে হয়। কারণ, আমেরিকা ইরাকে তার দখলদারির সমর্থনে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাবও পাশ করিয়ে নিয়েছে। এই অর্থে, মার্কিন-ব্রিটিশ হানাদার সেনারা এখন ইরাকে যা যা করছে, সবই রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা অনুমোদিত বলতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের ছাতাকে 'পবিত্র' মনে করলে ইরাকে মার্কিন

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিল বয়কটে জনগণের সাড়া

রাজ্যের ৫৬ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহককে চরম সঙ্কটের সামনে ফেলে রেখে আন্দোলনের ময়দান থেকে পালিয়েছে আজ সবাই। ভোটের আগে বড় বড় জমায়েত করে যারা ভাষণ দিত আজ তারা কেউ নেই। জনগণের স্বার্থে জনগণের দাবি নিয়ে রাজপথে লড়াইয়ে নেমেছে আজ রাজনৈতিক দল হিসাবে একমাত্র এস ইউ সি আই এবং বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন 'অ্যাবেকা'। দাবি তুলেছে, বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানো চলবে না, সিকিউরিটি চার্জ বাড়ানো চলবে না। এই দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ২০ জুন থেকে শুরু হয়েছে বিল বয়কট আন্দোলন। এই আন্দোলন তার গতিপথে অবরোধ এবং এলাকাভিত্তিক বন্‌ধেও পর্যবসিত হয়েছে। আন্দোলন ভাঙতে সি পি এম এবং পুলিশ যৌথভাবে আক্রমণ হেনেছে। তথাপি জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে এক সপ্তাহেরও অধিককাল ধরে বিদ্যুৎ বিল বয়কট আন্দোলন চলছে।

২৪ জুন ম্যাগনেট হাউসের ক্যাশ কাউণ্টারে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সদস্যরা গ্রাহকদের আবেদন জানান বিল বয়কট করার জন্য। পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর। নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে ৭ জন মহিলা সহ ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসকে। ২৫ জুন শ্যামবাজারে ক্যাশ কাউণ্টারের সামনে গ্রাহকরা বিল বয়কটের জন্য সমবেত হচ্ছিলেন। সেখানেও পুলিশ দফায় দফায় লাঠিচার্জ করে। ৩ জন গুরুতরভাবে আহত হন। প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ। তারা

চারের পাতায় দেখুন

অভিযোগ ভিত্তিহীন

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩০ জুন এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল বয়কট আন্দোলনে আমাদের দলের কর্মীরা বিশৃঙ্খল আচরণ করেছে বলে সি পিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক যে অভিযোগ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিপুল সংখ্যক গ্রাহক স্বেচ্ছায় এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সিপিআই(এম) পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের লেলিয়ে দিয়ে এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে এই মিথ্যা অভিযোগ আনছে। সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ আইনের বিরুদ্ধ তার কথা বলছে আর বাস্তবে সেই আইনকে এ রাজ্যে কার্যকরী করছে এবং তারই পরিপূরক আইন বিধানসভায় পাশ করিয়েছে। আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি হিসাবে ১৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৭টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ আলো বর্জন হবে।"

পুলিশ ও সিটু কর্মীদের আক্রমণে রক্তাক্ত কমরেড দেবাশিস মুখার্জী।

বয়কটে পুলিশ ও ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হামলা। বেহালা বন্‌ধ

গত ২৬ জুন ছিল বিদ্যুৎ বিল বয়কট আন্দোলনের ৭ম দিন। ৭ম দিনে কলকাতায় বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, সিকিউরিটি ডিপোজিট বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও অভিন্ন মাশুল নীতি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন এক নতুন মোড় নেয়।

সকাল ৮টা থেকেই অন্যান্য দিনের মতো অ্যাবেকার স্বেচ্ছাসেবক, সাধারণ গ্রাহক এবং এস ইউ সি আই-এর কর্মীরা মিলিতভাবে প্রচারপত্র বিলি, মিটিং, স্লোগান শুরু করেছিলেন বেহালা-তারাতলায় অবস্থিত সি ই এস সি-র দক্ষিণ-পশ্চি ম রিজিওনাল ক্যাশ কাউন্টারে। যে কয়েকজন বিদ্যুৎগ্রাহক এসেছিলেন, তাঁদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠাচ্ছিলেন আন্দোলনের কর্মীরা। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে নিজের ইচ্ছায় প্রচারে অংশ নিচ্ছিলেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে সি ই এস সি-র সিটু ইউনিয়নভুক্ত কর্মচারীদের বারবার বাইরে এসে আন্দোলনের কর্মীদের সাথে বচসা বাধাতে দেখা গেল। বৃদ্ধি পেতে লাগল পুলিশি তৎপরতা। আজ যে সরকারের পরিকল্পিত সন্ত্রাস সৃষ্টির কেন্দ্র তারাতলা ক্যাশ কাউন্টার, তা বুঝে উঠতে সময় লেগে যায় আন্দোলনকারীদের। ফলে তাঁরাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন সি পি আই (এম) পরিচালিত সিটু কর্মচারীদের সাথে। পুলিশের সংখ্যা, পুলিশের গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সব মিলিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। তখন প্রায় বেলা ২টো। ইতিমধ্যে বহু সাধারণ মানুষও জড়ো হয়ে গিয়েছেন। হঠাৎ সিটুর কর্মীরা গালাগাল দিতে দিতে সি ই এস সি অফিসের ভিতর থেকে লাঠি, লোহার রড নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিরস্ত্র গ্রাহকদের উপর। হঠাৎ আক্রমণে হতচকিত আন্দোলনকারীদের কয়েকজন তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। পুলিশ ও সিটুর কর্মীরা হয়তো ভেবেছিল ভয়ে পিছিয়ে যাবে আন্দোলনকারীরা। ঘটনা ঘটলো ঠিক উল্টো। নিরস্ত্র আন্দোলনকারীরা সাধারণ মানুষকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে দাবি জানালো আক্রমণকারী সিটু কর্মীদের গ্রেপ্তারের। পাশেই চলছিল এ পি ডি আর-এর প্রচারসভা। তাঁরাও যোগ দিলেন আন্দোলনকারীদের সাথে। এবার পুলিশ ও সিটু কর্মীরা যুক্তভাবে নির্বিচারে লাঠিপেটা করতে লাগল নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী সবাইকে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছেন কমরেড দেবাশিস মুখার্জী। নয়নতারা হালদার, প্রবীর শীল, অনিমা পণ্ডা সহ প্রায় ৩০ জন কর্মী আহত। আক্রান্ত, ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা রক্তাক্ত দেবাশিস মুখার্জীকে রাস্তায় শুইয়ে দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আপন গতিতেই অবরুদ্ধ হয়ে গেল তারাতলার চারমাথার মোড়। বাস,

ছয়ের পাতার দেখুন

নির্বাচিত প্রার্থীর জাল সার্টিফিকেট ফাঁস

সিপিএম দলটি যে আজ দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে আছে এবং নির্বাচনে জেতার জন্য তারা যেকোন নোংরা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে, তা আবার প্রমাণ হল জয়নগর ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ফুটিগোদা সংরক্ষিত আসনের গৌরী গায়েন (অধিকারী)-এর প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে প্রার্থী হওয়ার ঘটনায়। তপশিলি জাতিভুক্ত না হয়েও সিপিএমের এই প্রার্থী সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী হয়েছিলেন জাল দলিল দেখিয়ে, যেটা তিনি জেতার পর ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

বিবাহের পূর্বে তাঁর নাম ছিল কুমারী গৌরী অধিকারী। কিন্তু সার্টিফিকেটে তাঁর নাম আছে কুমারী গৌরী গায়েন। তিনি নিজের নামের আগে 'কুমারী' দিয়েছেন, অথচ স্বামীর পদবী 'গায়েন' ব্যবহার করেছেন। তাঁর পিতার নাম কুন্ডুপদ অধিকারী, কিন্তু প্রমাণপত্রে পিতার নাম লিখেছেন মতিলাল গায়েন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর শ্বশুরের নামকে পিতার নাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, মার্কসিট, সার্টিফিকেট, রেশন কার্ড এবং ভোটার লিস্ট পরীক্ষা করে এই জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া তাঁর পিতা 'বৈষ্ণব' সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু গৌরীদেবী নিজেকে 'পৌন্ড্র' সম্প্রদায়ভুক্ত বলে সার্টিফিকেট নিয়েছেন। আইনতঃ জন্মসূত্রেই কাস্ট নির্ধারিত হয়ে থাকে, বিবাহসূত্রে নয়।

তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ফুটিগোদা (পি এস ২৪) কেন্দ্রের সমস্ত ভোটার এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে জালিয়াতি করার অভিযোগে এই সিপিএম প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৪১৯/৪২০/৪৬৮/ ১২০বি আই পি সি ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জেতার আগেই যে প্রার্থী জালিয়াত, নির্বাচিত হয়ে তিনি কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন তা সহজেই অনুমেয়। এঁরাই আজ সিপিএমের সম্পদ !

জলকর বৃদ্ধির প্রতিবাদ

রাজ্য সরকার কর্তৃক জলকর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন বিলুপ্ত করার প্রস্তাবকে মধ্যবিত্ত ও গরিব কৃষকদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ আখ্যা দিয়ে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ২৮ জুন এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"একদিকে সার, ডিজেল, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে ও খাজনা, সেচ, মিউটেশন-রেজিস্ট্রেশন ফি এবং সর্বশেষ জলকর বাড়িয়ে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের রাজ্য সরকার জমি বিক্রি করতে বাধ্য করছে, অন্যদিকে জমির ঊর্ধসীমা তুলে দিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের বৃহৎ খামার গড়ে গ্রামাঞ্চলে সস্তা শ্রমিক, ফসল ও কাঁচামাল লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিচ্ছে। আমরা কৃষক বিরোধী এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।"

পুরুলিয়ায় কৃষক বিক্ষোভ

সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল যে, সেচ এলাকায় ৪ একর ও অসেচ এলাকায় ৬ একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা হল। তারাই হঠাৎ ১৫ বছর পর সার্কুলার জারি করে খাজনা আদায়ে নেমেছে কোমর বেঁধে। এমনকি ৬ একরের নিচে যাদের জমি তাদেরও নোটিশ আসছে। অভিযোগ জানালে তাদের উত্তর হল, মকুবের সুযোগ পেতে হলে চাষিকে আবেদন করতে হবে, কর্তাদের সন্তুষ্ট করতে হবে এবং মকুবের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে, নাহলে পুরো খাজনাই সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। এই সরকারি সার্কুলারের বিরুদ্ধে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের অংশ হিসাবে খরাপীড়িত পুরুলিয়া জেলা জুড়ে চলছে বিক্ষোভ। আর আই এবং বিএলআরও দপ্তরে ডেপুটেশনের পর ২৭ জুন সংগঠিত হয়েছে ডিএম দপ্তরে গণঅবস্থান। তিন শতাধিক খেতমজুর ও গরিব চাষি সারাদিন ধরে তাঁদের দাবি নিয়ে সোচ্চার হন। বক্তারা তাঁদের ভাষণে নয়া কৃষিনীতির সর্বনাশা দিকটি তুলে ধরেন এবং খাজনা ও সেস মকুবের দাবি জানান।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড সুভাষ মন্ডল, অনিল বাউরী, অলোক বসু, শ্যামাপদ পরামাণিক, দীনেশ মাহাত এবং প্রণতি ভট্টাচার্য। এক প্রতিনিধি দল জেলা সমাহর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে দাবিপত্র পেশ করেন।

পুরুলিয়ায় গরিব চাষিদের অবস্থান

বীরভূমে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের আন্দোলন

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সংগঠিত করতে হয়, ছাত্রছাত্রী জোগাড় করতে হয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশুদের পড়ানো, তাদের রান্না করে খাওয়ানো এবং এ সংক্রান্ত কয়েক প্রস্থ হিসাবের খাতা তৈরি করতে হয়। এছাড়া দফায় দফায় পালস্ পোলিও টিকাকরণ, কুষ্ঠ রোগ নিবারণ, জনগণনা, এলাকার মানচিত্র তৈরি করা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ তাঁদের করতে হয়। অথচ দারিদ্র্যপীড়িত এই অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের 'সম্মানদক্ষিণা' মাসে মাত্র ১২০০ টাকা। এটা 'বেতন' নয় — কারণ তাঁরা সরকারি 'শিক্ষিকা' বা 'কর্মচারি' হিসাবে স্বীকৃত নন।

বীরভূম জেলার নলহাটী ১নং ব্লকের ৩২৫ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা সেই সামান্য সম্মানদক্ষিণাও আজ ১৪ মাস ধরে পাচ্ছেন না। এর মধ্যে ১০০০ টাকা দেওয়ার কথা কেন্দ্রের এবং ২০০ টাকা রাজ্য সরকারের। বোনাসের ব্যবস্থা চালু থাকলেও এঁরা তা পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন না গাড়িভাড়া ভাতা। শিশুদের খাদ্য হিসাবে যে চাল-ডাল দেওয়া হয়, তাও অত্যন্ত নিম্নমানের।

উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে গত ২৩ জুন বীরভূম জেলা অঙ্গনওয়াড়ী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রায় দুই শতাধিক মহিলা কর্মী সিউড়ী শহর পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ইউনিয়নের সভানেত্রী দীপালি হালদার ও সম্পাদিকা অনিমা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের হাতে স্মারকলিপি পেশ করেন।

উত্তর ২৪ পরগণায়

কে কে এম এস-এর ডাকে ডি এম অফিস অভিযান

রাজ্য সরকারের সর্বনাশা খাজনা নীতি প্রত্যাহার, সমস্ত গরিব মানুষের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, খেতমজুরদের কাজ ও ন্যায্য মজুরি, ধান-পাট-সব্জি সহ চাষির ফসলের ন্যায্য দাম, এদেশে বসবাসকারী সমস্ত নাগরিককে রেশন কার্ড ও ভোটাধিকার প্রদানের দাবিতে গত ২৭ জুন উত্তর ২৪ পরগণা কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে জেলাশাসকের দপ্তর অভিযান করা হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচ শতাধিক কৃষক এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানকে সামনে রেখে জেলার বিভিন্ন ব্লকে কৃষকরা আর আই অফিসে ডেপুটেশন ও ঘেরাও বিক্ষোভ সংগঠিত করে এবং এর ফলে চাষিমজুরদের মধ্যে এক বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

বৃষ্টির মধ্যে কৃষকদের মিছিল বারাসতে জেলাশাসকের অফিসে পৌঁছালে জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের হাতে স্মারকলিপি দেন। দাবিগুলির ন্যায্যতা জেলাশাসক অস্বীকার করতে পারেননি। সমবেত কৃষকদের সামনে উপরোক্ত দাবিগুলি আদায়ে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গঠন, ভলান্টিয়ার সংগ্রহের জন্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস আহ্বান জানান। প্রয়োজনে লাগাতার অবরোধ এবং বন্‌ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড নিত্যানন্দ ঘোষ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পরিচারিকাদের কনভেনশন

গত ১৩ জুন মন্দিরবাজার সারদামণি স্কুলে পরিচারিকা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ভোর রাত থেকে শুরু হওয়া তাঁদের অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও যাওয়া-আসার পথে এবং দিনশেষে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থাতে কনভেনশনকে সফল করার প্রচেষ্টা ছিল সত্যিই দেখার মত। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন ইউ টি ইউ সি-এল এস রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি রেণুপদ হালদার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক শশধর পুরকাইত।

রেলের স্বল্পমূল্যের মাসিক টিকিট সহ শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বার্ধক্যভাতা, স্বাস্থ্যবীমা এবং সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষা ইত্যাদি দাবি সম্বলিত মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সোনামণি হালদার। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সীতা পুরকাইত এবং মূল বক্তব্য রাখেন পার্বতী পাল।

কাজের বাড়ির মালিকদের দ্বারা নিহত পরিচারিকা এবং গণ-আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন জয়ন্তী নস্কর, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন হেমলতা পুরকাইত। পরিচারিকা সমিতির অন্যতম সংগঠক রাধা মিত্র আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া আরও কয়েকজন পরিচারিকাও বক্তব্য রাখেন।

জয়ন্তী নস্করকে সভানেত্রী এবং সোনামণি হালদার ও সবিতা জানাকে যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত করে একুশ জনের এক কমিটি গঠন করা হয়।

সমগ্র কনভেনশনটি পরিচালনা করেন পরিচারিকা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা পুষ্প পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যস্তরের সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

শিশুমৃত্যু

সিপিএম মন্ত্রীদের কণ্ঠে এখন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রতিধ্বনি

মুর্শিদাবাদে শিশুমৃত্যুর পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, রোগ নয়, অপুষ্টিই এদের মৃত্যুর কারণ। এ সেই কণ্ঠ, যা শোনা যেত পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে কংগ্রেস রাজত্বে। দেশে তখন প্রবল খাদ্যাভাব, মানুষ মরছে না খেয়ে। একটি করে অনাহারে মৃত্যুর খবর আসে, আর বিধানসভায় তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেন, অনাহারে নয়, হার্টফেল করে মারা গিয়েছে। বাংলার মানুষ ধিক্কার দেয়, নির্লজ্জ সাফাইয়ের প্রতিবাদে বিদ্রূপ করে। প্রফুল্ল সেনের সেই ভূমিকাই নিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। তাঁর ভাবখানা, যেন রোগে মরলে দায়িত্ব সরকারের, স্বাস্থ্যদপ্তরের অবহেলা, অযোগ্যতার ; কিন্তু অপুষ্টিতে মরলে সরকারের দায় নেই, দায়িত্বও নেই।

ইতালি থেকে ফিরেই মুখ্যমন্ত্রী ছুটেছেন মুর্শিদাবাদে। কেন তিনি ছুটলেন ? কর্তব্যে অবহেলার জন্য যে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তারদের শাস্তি ঘোষণা করলেন, কর্তব্যে অবহেলার জন্য তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করলেন না কেন ? কোথায় গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ? তিনি কি লালগোলা, ভগবানগোলা, রঘুনাথগঞ্জ বা অন্য কোথাও গিয়ে শিশুহারা মা-বাবা, শোকার্ত আত্মীয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে বুঝতে চেয়েছেন আসল রোগটা কোথায় ? না, তিনি রোগ-কবলিত এলাকায় যাননি। সদর বহরমপুরে বিলাসবহুল সার্কিট হাউসে আমলাদের নিয়ে মিটিং করেছেন। আমাদের দলের সাহায্য নিয়ে দুশোরও বেশি শোকাহত শিশুহারা বাপ-মা, আত্মীয়-পাড়াপড়শি সার্কিট হাউসে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাঁদের দুঃখের কথা জানাতে। তাঁরা দেখা পেয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নয়, পুলিশের। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী তাতে বিচলিত হননি ; বলেননি — ওঁরা শোকার্ত, শিশুহারা, ওদের ছেড়ে দাও। এই হল আমলা-মালিকের পরমবন্ধু মুখ্যমন্ত্রীর সংস্কৃতি !

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মুর্শিদাবাদে গিয়ে তিনি কয়েকজন চিকিৎসকের শাস্তি ঘোষণা করেছেন। এজন্য কি এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের দরকার ছিল ? প্রশাসনিক স্তরে এ সিদ্ধান্ত হয়েই ছিল। রাইটার্সে বসেই স্বাস্থ্য অধিকর্তা, সি এম ও এইচ, জেলাশাসক, এস ডি ও-কে নির্দেশ দিয়েই কাজটা তিনি করতে পারতেন। তাহলে সরকারি তহবিলের এত টাকা খরচ করে তিনি গেলেন কেন ? ক্রমপুঞ্জিত জনরোষ যাতে তীব্র আন্দোলনে রূপ না নেয় সেজন্য মানুষকে ঠকিয়ে বিক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে ?

মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদ সফরের ফলে দুটি প্রশ্ন না উঠে পারে না। প্রথমত, যদি সত্যই চিকিৎসকদের অবহেলার অভিযোগ সত্য হয়, তবে কয়েকজন চিকিৎসককে "প্রাপ্য শাস্তি" দিতে প্রশাসনই যথেষ্ট নয় কেন ? প্রশাসনের অযোগ্যতা কোন স্তরে পৌঁছেছে, প্রশাসকদের কতখানি শাসকদলের উচ্চ নেতৃত্বের আজ্ঞাবহ করে তোলা হয়েছে — মুখ্যমন্ত্রীর সফরই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, যদি মুখ্যমন্ত্রী নিজে হস্তক্ষেপ না করলে কাজ না হয়, তবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে রাখার প্রয়োজন কী ?

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর যোগ্যতা ও তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে দেখে নিজের সাফাই গাইতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তাকে ব্যর্থতা ও গাফিলতির অজুহাত ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় ! নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন, সাথে সাথে এতদিন পর তিনি স্বীকার করেছেন, জেলায় উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার নেই। কেন নেই ? "ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না" বলে ? না, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তা বলেননি। সংবাদপত্র লিখেছে — "সূর্যবাবুর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি ডাক্তারের ঘাটতির সংখ্যাটি হাজারখানেক। এই বিপুল সংখ্যক ঘাটতির সিংহভাগই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে। ... যে পরিবেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারদের থাকতে ও চিকিৎসা করতে হয়, তা-ও তাঁর বিলক্ষণ জানা। যেখানে বাজার নেই, হাট নেই, অনেক সময় জনবসতিই নেই, সেখানে ডাক্তারদের গিয়ে থাকা ও চিকিৎসা করা যে অত্যন্ত কঠিন কাজ তা মেনে নিয়েছেন তিনি।" মর্মান্তিক শিশুমৃত্যুর পরই এসব কথা তিনি বলছেন কেন ? আগে বলেননি কেন ? তাছাড়া এ ব্যাপারে দায়িত্ব কার ? রাজ্য সরকারের নয় কি ? আসলে এ তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি নয়, এর পেছনে রয়েছে ধূর্ত কৌশল। এর দ্বারা তিনি দেখাতে চেয়েছেন — এই অব্যবস্থার জন্য তিনি দায়ী নন, গোটা ব্যবস্থাটাই দায়ী। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, গ্রামে হাট-বাজার-জনবসতিশূন্য জায়গায় হাসপাতাল করা হয়েছে কেন ? ভূমিসংস্কার, গ্রামোন্নয়ন, শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রামীণ বাজার ও চাহিদাসৃষ্টির যে গৌরব তাঁরা এতদিন প্রচার করছেন তা কি সর্বৈব মিথ্যা ? না হলে গ্রামের এই হাল কেন ? আসলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিথ্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর অর্ধসত্য বলেছেন। হাট-বাজার নেই, বসবাসের পরিবেশ নেই — এটা অনেকাংশে ঠিক, কিন্তু আসলে যেজন্য ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না তা হল — ওষুধ নেই, চিকিৎসার সরঞ্জাম নেই, রোগ পরীক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই, এমনকি গজ ব্যাণ্ডেজ পর্যন্ত নেই। তার উপর রয়েছে শাসকদলের মাতববরি, পঞ্চায়েত কর্তাদের হুকুমবাজি। একদিকে হিংস্র শ্বাপদের মতো শাসকদল, আর একদিকে বঞ্চিত উৎপীড়িত ক্ষুব্ধ রোগী ও তাঁর আত্মীয়বর্গ।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির বেসরকারি তদন্তকারী দলের বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা ভগবানগোলা, লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জে গিয়ে সরেজমিনে দেখে ২৬ জুন সাংবাদিকদের কাছে মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁরা দেখেছেন, হেল্‌থ সেন্টারে ডাক্তারের প্রচণ্ড অভাব, ওষুধ নেই, অক্সিজেন নেই, বিছানা নেই, এমনকি চাদর পর্যন্ত নেই। একই অভিযোগ করেছেন আই এম এ-র ডাক্তাররা। তাঁরা বলেছেন — "হাসপাতালে অক্সিজেন নেই, ওষুধ নেই, এমনকি অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অধিকাংশ চিকিৎসার সরঞ্জামও নেই।" তাঁরা আরও বলেছেন — স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন এমন ডাক্তারকেও অনুপস্থিতির জন্য সাসপেন্ড করে তৎপরতা দেখাচ্ছে রাজ্য সরকার। সরকার-সমর্থক চিকিৎসক সংগঠনও মন্ত্রীর বক্তব্যের উল্টো কথা বলছে। সি পি এম-এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকও ডাক্তার, ওষুধের প্রচণ্ড অভাবের কথাই বলেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেউই এসব কথা বলেননি। তাঁরা ঘুণাক্ষরেও বলেন নি যে, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পুরো মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়ে ডাক্তার-নার্স নিয়োগ বন্ধ রেখেছে। এখন তাঁরা মুখে বলছেন নতুন ডাক্তার নেবেন। সত্যি কি করবেন তাঁরাই জানেন ! বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিদেশি ঋণের শত শত কোটি টাকা যাচ্ছে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতিতে। এ শুধু যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রশাসনিক তৎপরতার অভাব বা কতিপয় ডাক্তারের অবহেলার ব্যাপার নয়, এর পিছনে রয়েছে পরিকল্পিতভাবে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে মরণফাঁদে পরিণত করে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের অর্থাৎ নার্সিং হোম, হাসপাতাল মালিকদের মুনাফা লোটার রাস্তা করে দেওয়ার চক্রান্ত। তাই সরকার নিজে পরিকল্পিতভাবে একটা অব্যবস্থা, একটা নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে সরকারি হাসপাতালে, যার বলি হচ্ছে অসহায় মানুষ এমনকি শিশুরাও।

মেডিকেল শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি

গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, উচিত-অনুচিতের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে এ-রাজ্যে মেডিকেল শিক্ষাকে প্রচণ্ড ব্যয়বহুল এবং স্নাতকোত্তর মেডিকেল শিক্ষার সুযোগকে অনেকখানি সঙ্কুচিত করার জন্য সি পি এম ফ্রন্ট সরকার মরিয়া হয়ে চেষ্টা শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেখানে ক্ষমতায় নেই, সে-সব রাজ্যে সি পি এম ক্যাপিটেশন ফি-র বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও, এ-রাজ্যে তারা ক্যাপিটেশন ফি চালু করছে। এজন্য এম বি বি এস কোর্সে ১৫ শতাংশ আসন তারা সংরক্ষিত রেখেছে। কমপক্ষে ১৮ লক্ষ টাকা দিলেই এই সংরক্ষিত আসনে ভর্তি হওয়া যাবে, যা একমাত্র ধনী ঘরের সন্তানদের পক্ষেই সম্ভব। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের ঊনত্রিশ জন সুপরিচিত প্রথম সারির ডাক্তার, যাঁদের অনেকেরই সর্বভারতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে তাঁরা, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মধ্যবিত্ত ও গরিব ঘরের সন্তানদের সামনে মেডিকেল শিক্ষার দরজা খোলা রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছেন।

সম্প্রতি এম বি বি এস স্তরে সিট বাড়ানোর কথা বলে শিক্ষণ পরিকাঠামোর কোন উন্নয়ন না ঘটিয়ে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে গতবছর ৫০ জন করে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা হয়েছিল। সেই বাড়তি সিটগুলি মেডিকেল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া বাতিল করে দিয়েছে। বামফ্রন্টের শাসনকালে মেডিকেল শিক্ষার কোন উন্নতি না করায় তার মান এত নেমে গিয়েছে যে প্রতি বছরই কাউন্সিলের অনুমোদন বাতিলের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। যন্ত্রপাতি ধার করে, দুচার দিনের জন্য শিক্ষক বদলি করে এনে, নানা প্রতারণামূলক কৌশলে পরিদর্শকদের বিভ্রান্ত বা ম্যানেজ করে বামফ্রন্ট অনুমোদন বজায় রাখছে। ফলে মেডিকেল শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে, যার জন্য রাজ্য সরকার পুরোপুরি দায়ী।

এর ওপর এস এস কে এম হাসপাতালে বাড়তি ১৫০টি সিট চালু করার (যার মধ্যে ১৫% ক্যাপিটেশন ফি-র জন্য সংরক্ষিত) নামে তারা ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিনের বাড়িটি অধিগ্রহণ করেছে। এই বাড়িতে এখন স্নাতকোত্তর স্তরের মেডিকেল শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সবগুলির সর্বভারতীয় স্বীকৃতি না থাকলেও এখান থেকে পাশ করে পশ্চিমবঙ্গে চাকরি বা প্র্যাকটিশ করা যেত। এখন এর সবটাই সরকার অনিশ্চিত করে দিল।

মেডিকেল শিক্ষায় ফি বাড়ানো হচ্ছে অস্বাভাবিক হারে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এম বি বি এসে মাসিক বেতন ১২ টাকা থেকে ১০০০ টাকা এবং হোস্টেল চার্জ ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এর আগেই রাজ্য সরকার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য মাসে ১০০০ টাকা এবং ডিপ্লোমার জন্য ৭৫০ টাকা বেতন চাপিয়ে দিয়েছে, যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ সবই আসছে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার সরকারি নীতি থেকে। একইভাবে স্বাস্থ্যকে পণ্যে পরিণত করার নীতি নিয়ে বামফ্রন্ট হাসপাতাল বেসরকারীকরণ করছে অতি কৌশলে। একদিকে সরকারি হাসপাতালে বরাদ্দ কমিয়ে সেগুলি অকেজো করে দিচ্ছে, যার দ্বারা তারা বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি করছে। আবার সরকারি হাসপাতালেরও রান্না, সাফাই, সিকিউরিটির কাজ বেসরকারি ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিয়ে সরকারি দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছে।

মেডিকেল শিক্ষার মানোন্নয়ন, বাড়তি ফি ও ক্যাপিটেশন ফি প্রত্যাহার, হাসপাতাল বেসরকারীকরণ বন্ধ করার দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি ১লা থেকে ১৫ই জুলাই 'স্বাস্থ্য অধিকার' পক্ষ পালনের আহবান জানিয়েছে। ২৭ জুন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এর বিরুদ্ধে গণ কনভেনশন করেছে। গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী সন্তানদের সামনে মেডিকেল শিক্ষার দরজা বন্ধ করা এবং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ কমানো ও চার্জ নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সরকারি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলনের পাশে জনগণকে দাঁড়াতে হবে।

সাপ্তাহিক গণদাবী গ্রাহক হোন

গ্রাহক চাঁদা

বার্ষিক — ৯১.০০ টাকা

যান্মাসিক — ৪৬.০০ টাকা

বাংলা দেশ — ১৩০.০০ টাকা (বার্ষিক)

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে

একের পাতার পর

বলেন, আমাদের স্বার্থে আন্দোলন, কেন এই আন্দোলন ভাঙ্গা হচ্ছে। ২৬ জুন তারাতলা ক্যাশ কাউন্টারের সামনে আন্দোলনকারী এবং গ্রাহকদের উপর সিটু নিয়ন্ত্রিত সি ই এস সি কর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা ডাণ্ডা নিয়ে হামলা চালায়। পুলিশ উপস্থিত থেকেও কিছু বলেনি, উল্টে আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। আহত হয়েছেন ৩ জন, গুরুতর আহত অবস্থায় ১ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এই বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে পরের দিন ২৭ জুন বেহাল থানায় ১২ ঘণ্টা বন্‌ধের ডাক দেয় অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই বন্‌ধ ভাঙার জন্য সি পি এম তার ঠ্যাঙাড়েবাহিনী এবং পুলিশকে লেলিয়ে দেয়। ৩১ জন আন্দোলনকারীদের তারা বন্‌ধের দিন সকালেই গ্রেপ্তার করে। সাধারণ মানুষ এতে আরও ক্ষুব্ধ হন। বন্‌ধ সর্বাত্মকভাবে সফল হয়। বন্‌ধ সফল করার জন্য সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, ''বন্‌ধ ভাঙ্গার জন্য যেভাবে পুলিশ ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে তা সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ বাহিনীর স্বৈরাচারী চরিত্রকেই আরেকবার উদ্‌ঘাটিত করল।'' কমরেড মুখার্জী জনগণকে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলার আবেদন জানান।

রাজ্যে একটা বামপন্থী নামের সরকার ২৬ বছর ধরে ক্ষমতায়। অন্য রাজ্যের তুলনায় এখানে বিদ্যুতের দাম বেশি হবে কেন? তাদের ভূমিকা তাহলে কি? এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ ২০৪ পয়সা। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সি ই এস সি'র মালিক গোয়েঙ্কাকে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে ইউনিট প্রতি ১৬০ পয়সায়। সি ই এস সি তা গ্রাহকদের কাছে ৪১৫ পয়সায় বিক্রি করে ব্যাপক মুনাফা লুঠছে। অন্যদিকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ লোকসান দেখিয়ে গ্রাহকদেরই ঘাড় ভেঙে তা আদায় করতে চাইছে। সি ই এস সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ-এর সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে জনসাধারণকে ঠেলে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার আজ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। ভাবখানা এমন যেন তার কিছু করণীয় নেই। অথচ রাজ্যের হাতে রয়েছে ১৯৯৮ সালের বিদ্যুৎ আইনের ৩৯নং ধারা যার প্রয়োগ জনস্বার্থে সে করতেই পারে। এবং এই ক্ষমতাবলে যে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির বিদ্যুৎ কমিশনের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নে সরকার নির্বিকার। শুধু তাই নয়, 'পারস্পরিক ভর্তুকি' তুলে দেওয়ার জন্য মুখ্য-মন্ত্রীদের যে মিটিং ২০০২ সালের ৩ জানুয়ারি দিল্লীতে হয়েছিল পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাতেও স্বাক্ষর করেন এবং এই ভাবে অভিন্ন মাশুল নীতির নামে সাধারণ গ্রাহকদের জন্য দামবৃদ্ধি এবং শিল্পপতিদের জন্য দাম কমানোর কেন্দ্রীয় সরকারি নীতিতে সম্মতি দিয়েছেন। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার জনস্বার্থ-রক্ষাকারী(?) ভূমিকা।

২৪ জুন মধ্য কলকাতায় ম্যাগনেট হাউস ক্যাশ কাউন্টারের সামনে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

২৫ জুন শ্যামবাজার ক্যাশ কাউন্টারের সামনে

এই অবস্থায় আন্দোলন ছাড়া জনসাধারণের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে। বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী ১৯ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত বিদ্যুতের আলো বর্জনের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাতেও যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের দাবি না মেনে নেয়, তাহলে জনসাধারণের কাছে বাংলা বন্‌ধের আবেদন জানানো হবে। আন্দোলনের এই ধারাবহিকতায় গড়ে তোলা হবে সক্রিয় প্রতিরোধ। মালিকশ্রেণীর আক্রমণের সামনে অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকা নয়, কিছু করার নেই গোছের হা-হুতাশও নয়, দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যতদিন দাবি আদায় না হয়। আর এই জন্যই গ্রাহকদের সংগঠন পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তুলতে হবে। এই সংগঠন গ্রাহকদের একাকীত্বজনিত সমস্ত দুর্বলতা দূর করে নতুন প্রেরণা, শক্তি ও সাহস জোগাবে এবং আন্দোলনকে এমন বিপুল শক্তিশালী করে তুলবে যার সামনে সরকারের জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা ছাড়া কোন পথ খোলা থাকবেনা। মনে রাখতে হবে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে যেভাবে বেসরকারীকরণের আয়োজন চলছে, তাকে যদি শুরুতে ঠেকানো না যায় একদিন বিদ্যুৎ ব্যবহার করার সুযোগই সাধারণ মানুষের থাকবে না। তাই সময় থাকতে আসুন সবাই প্রতিরোধে নামি, নিজেরাই স্বউদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় গ্রাহক সমিতির পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হই।

জেলায় জেলায় বয়কট আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি

সারা পশ্চিমবাংলার সাথে শিলিগুড়িতেও গত ২০ জুন সমস্ত ক্যাশ কাউন্টারে বিদ্যুৎ বিল বয়কট করা হয়। সমস্ত সেক্টরে বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরা বিল বয়কট করেন। সকাল থেকে প্রতিটি সেক্টর অফিসে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকগণ দৃঢ়তার সাথে যেভাবে বিল বয়কট করেছেন তার জন্য অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো র সাথে সাথে অভিযোগ করেন যে, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এই আন্দোলন ভাঙার জন্য পুলিশ-প্রশাসন সহ শাসক দলের লোকজন সকাল থেকেই সক্রিয় ছিল। গ্রাহকদের আন্দোলনকে ভাঙার চেষ্টা করলে সংগঠনের লোকেরা বাধা দেয়। এই ঘটনায় পুলিশ একজন মহিলা সহ চারজন সংগঠককে জবরদস্তি গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে প্রধান নগর সেক্টর অফিসে বিল বয়কটে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করলে চন্দন বসাক সহ কয়েকজন আহত হয়।

আটের পাতায় দেখুন

শিলিগুড়ির প্রধাননগরে বিল বয়কট আন্দোলনে পুলিশি হামলা

ইরাকে ভারতীয় সেনা

মালিকশ্রেণীর স্বার্থকেই ওরা দেশের স্বার্থ বলছে

একের পাতার পর

দখলদারিকে স্বীকৃতি দিতে হয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও ইরাকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পাঠিয়ে কার্যত ভারতীয় জনমতের বিরুদ্ধে ইরাকে মার্কিন অন্যায় দখলদারিকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মার্কিন তোষামোদে কয়েক কদম এগিয়েই রয়েছে।

মার্কিন সামরিক দপ্তর পেণ্টাগন-এর কয়েকজন কর্তা দিল্লি এসে বলেছেন, তাঁরা ভারতকে 'পার্টনার' (সাথী) হিসাবে পেতে চান। বিশ্বের পয়লা নম্বর সামরিক শক্তিধর আমেরিকা কখনই সামরিক সাহায্যের জন্য ভারতকে 'পার্টনার' রূপে চাইছেনা। এখানে তার রাজনৈতিক স্বার্থ বা প্রয়োজনটাই প্রধান। মার্কিন শাসকরা ভেবেছিল, ইরাকের দুর্বল সামরিক প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মার্কিন সেনা ইরাকে পা ফেললেই ইরাকের জনগণ তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে। শিয়া-সুন্নি-কুর্দ সম্প্রদায়ে বিভক্ত পরস্পর বিবদমান ইরাকি জনগণের মধ্যেকার বিভেদকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন কব্জাকে পাকাপোক্ত করবে, সেখানে ভাল সংখ্যায় দালাল পাবে এবং সহজেই একটা তাঁবেদার সরকার সেখানে বসিয়ে দেবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। নিজেদের মধ্যে ধর্ম-সম্প্রদায়গত যে বিভেদ-বিরোধই থাক, মার্কিন সেনাকে ইরাকি জনগণ 'মুক্তিদাতা' নয়, দখলদার রূপেই দেখছে এবং তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় দালাল না পাওয়ায় একটা কাজ চালাবার মতো প্রশাসনই আমেরিকা ইরাকে এখনও খাড়া করতে পারেনি।

ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বে যে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছিল, তা এখনও মজবুত, তাকে স্তিমিত করতে পারেনি মার্কিন-ব্রিটিশ শাসকরা। ইরাকের হাতে ভয়ানক আনবিক-রাসায়নিক-জৈব অস্ত্র আছে — এই প্রচার চালিয়ে খুবই অল্পসংখ্যক মানুষকে তারা কিছুটা বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল — যদিও মার্কিন প্রচার সম্পর্কে তাঁদের মধ্যেও সন্দেহ ছিল — এখন তাঁরাও মার্কিন-ব্রিটিশ মিথ্যাচার পুরোপুরি ধরতে পেরেছেন এবং মার্কিন-ব্রিটিশ দখলদারির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। ৯ এপ্রিল বাগদাদ দখলের পর ৩ মাস পার হলেও, এখনও মারাত্মক কোনও অস্ত্রের সন্ধান মার্কিন সেনারা দিতে পারেনি। একথাও ধরা পড়ে গেছে যে, ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে — এই মর্মে মার্কিন-ব্রিটিশ শাসকরা জাল রিপোর্টও তৈরি করিয়েছিল। অন্যদিকে বুশ-ব্লেয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী ইরাকে অতি শীঘ্রই একটা সরকার বসানো দূরের কথা, ইরাকি জনগণের গেরিলা আক্রমণে মার্কিন-ব্রিটিশ সেনা প্রায় প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছে। এ ধরনের প্রতিটি মৃত্যুই আমেরিকা ও ব্রিটেনে জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে। এভাবে আরও কত সেনার প্রাণ যাবে তা ভেবে বুশ-ব্লেয়াররা আতঙ্কিত। দুই দেশের ভোটে এর প্রভাব নিয়েই এদের বেশি ভয়। অন্যদিকে গোটা আরব দুনিয়ায় মার্কিন বিরোধী গণঅসন্তোষ বাড়ছে, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন শান্তি প্রস্তাবের ফানুস উড়িয়ে তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না।

এভাবেই 'ইরাক বিজয়' এখন মার্কিন-ব্রিটিশ শাসকদের গলার কাঁটা হয়ে দেখা দিয়েছে। অতএব 'সাথী' বাড়ানো দরকার, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রকে পাশে পাওয়া দরকার যাদের দেখিয়ে তারা ইরাক দখলের ক্ষেত্রে তাদের ঘৃণ্যতম অপরাধ খানিকটা ঝেড়ে ফেলতে পারবে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে। সাথে সাথে অন্য রাষ্ট্রের সেনাও দরকার, যারা মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনার বদলে মার খাবে ও মারা যাবে। এর জন্য বিপুল পরিমাণ কনসেশন দিতেও তারা প্রস্তুত। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে ইউরোপের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র — যেমন ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানি সরাসরি ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধতা করেছিল। পরে মুখে যাই বলুক, এখনও আমেরিকা ও ব্রিটেনের পাশে তারা দাঁড়ায়নি শুধু নয়, তাদের গোপন সমর্থন যে ইরাকের পিছনেই আছে একথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পূর্ব এশিয়ায় জাপান, আমেরিকার অত্যন্ত মিত্র দেশ হয়েও ইরাক আক্রমণে খুব একটা সমর্থন দেয়নি। ইরাক প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ভিতরকার দ্বন্দ্ব, বিশেষত ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও আমেরিকার স্বার্থের সংঘাত প্রকট হয়েছে। এমনকি ন্যাটোর বাইরে ইউরোপের জন্য অনুরূপ আলাদা সৈন্যবাহিনী তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছে বেলজিয়াম। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সভায় এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। মার্কিন অর্থনীতির সঙ্কট যত বাড়ছে, ইউরোপের মুদ্রা 'ইউরো'র সাথে মার্কিন ডলারের দ্বন্দ্ব ততই তীব্র হচ্ছে।

ইউরোপ বাদ দিলে, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার মিত্র দেশ বলতে যারা আছে, তাদের মধ্যে আরব দুনিয়ায় মার্কিন স্বার্থ রক্ষার দিক থেকে উল্লেখনীয় বলতে আছে ইজরায়েল ও ভারত, যদিও দু'জনের অবস্থান কোনমতেই এক নয়। ইরাক নিয়ে আমেরিকা যে পাঁকে পড়েছে ইজরায়েলি খুনী বাহিনী সেখানে কোনও কাজে তো আসবেই না, বরং তেমন হলে মার্কিন বিরোধী আরব জনমত বারুদের মতো ফেটে পড়বে। ফলে, এমন রাষ্ট্রকেই আমেরিকার দরকার, আরব দুনিয়ায় যার গ্রহণযোগ্যতা আছে। দীর্ঘকাল নির্জোট নীতি নিয়ে চলার ফলে ভারতের একটা 'ভাবমূর্তি' আরব দেশগুলিতে আছে, যেটা আমেরিকার প্রয়োজন। জর্জ বুশরা জানে, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধতা ভারত করতে চায়নি, শেষপর্যন্ত ভারতীয় জনমতের প্রবল চাপে পার্লামেন্টে নানা কায়দা কসরৎ করে, অভিধান ঘেঁটে ঘেঁটে শব্দ বের করে একটা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র মত নিন্দা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা ভারতীয় শাসকদের মনের কথা ছিল না — একথাও নানাভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বিজেপি সরকার। আমেরিকা নানাভাবে এখন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ভারতকে সরাসরি পাশে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আমেরিকা ভারতকে এতটাই নির্ভরযোগ্য মিত্র বলে মনে করে যে, ইতালির চরম দক্ষিণপন্থী সরকার যেখানে ৩০০০ সেনা পাঠাচ্ছে, ২৩০০ করে সেনা পাঠাবে পোল্যাণ্ড ও স্পেন, সেখানে ভারতের কাছে আমেরিকা চেয়েছে ২০,০০০ ভারতীয় সেনা।

আমাদের দল বহুকাল ধরেই দেখিয়ে আসছে যে, ভারত রাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার একটা 'সুপার পাওয়ার' রূপে দাঁড়াতে চায়। বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত থাকার সময় ভারতকে 'সুপার পাওয়ার' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়েই আমেরিকার সাথে ভারতের দ্বন্দ্ব ছিল। এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অর্থনৈতিক, সামরিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র আঞ্চলিক সুপার পাওয়ারের স্বীকৃতি পেতে চাইছে। অন্যদিকে আমেরিকাও, তার আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায়, বিশেষত এশিয়ায় ভারতকে জুনিয়র পার্টনার করে তার স্বার্থসিদ্ধি করে নিতে চাইছে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, আমেরিকার সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বিশ্ব বাজারের বড় ভাগ, ইরাকের তেল সম্পদ লুটের ভাগ, পুনর্গঠনের ঠিকাদারির উল্লেখযোগ্য ভাগ ইত্যাদি চাইছে। অন্যদিকে ভারতের সামরিক শক্তি আরও বাড়াবার জন্য অত্যাধুনিক মার্কিন মারণাস্ত্র ও কলাকৌশল আয়ত্ত করতে চাইছে। মার্কিন সেনাবাহিনী ও ভারতীয় সেনাদের যৌথ সামরিক মহড়াও বহুবার হয়ে গেছে, ভারতীয় সেনা ঘাঁটিগুলি মার্কিন সেনাদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়ার বোঝাপড়াও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে হয়েছে। এসবই প্রমাণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দিকে ভারত ক্রমাগত বেশি করে ঝুঁকছে এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে।

শ্রী বাজপেয়ির মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র যিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী না হয়েও ক্যাবিনেটের থেকে বেশি ক্ষমতাবান, তিনি কিছুকাল আগে আমেরিকা সফরে যান। ওখানে কট্টর ইহুদিবাদীদের সভায় তিনি বলেন, ইজরায়েল, আমেরিকা ও ভারত বিশ্বের এই তিন গণতান্ত্রিক দেশের ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। তাঁর এই বাণী ও দেশে খুব হাততালি পেয়েছে। শ্রী আদবানিও সদ্য আমেরিকায় গিয়ে বলে এলেন, এই তিন 'গণতন্ত্র'ই নাকি সন্ত্রাসবাদের টার্গেট। এভাবে শুধু আমেরিকা নয়, আমেরিকার সমর্থন ও মদত নিয়েই ভারত ঘোর সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েলের সাথেও সামরিক সম্পর্ক বাড়াচ্ছে। ভারতীয় সেনারা 'বিদ্রোহ' (insurgency) দমন করার ট্রেনিং নিচ্ছে ইজরায়েলে গিয়ে, ইজরায়েলের কাছ থেকে আধুনিক ফ্যালকন রাডার ব্যবস্থা কিনছে ভারত।

ভারত অত্যন্ত সংহত ও শক্তিশালী একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও খুবই পরিণত। পুরোপুরি মার্কিন হুকুমে সে চলতে চায়না। যদিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথেই তার ঘনিষ্ঠতা, ঝোঁকও ওদিকেই বেশি, তবুও মার্কিন স্বার্থের তাগিদ বুঝে চাপ দিয়ে বাড়তি সুবিধা আদায় করার কৌশলও সে নেয়। এমনকি আমেরিকার সাথে যে সমস্ত রাষ্ট্রের তীব্র দ্বন্দ্ব আছে তাদের সাথেও সুসম্পর্ক তৈরি করে নিজের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ায়। ইরাক প্রশ্নে আমেরিকা ভারতকে পাশে পেতে ব্যগ্র, এটা বুঝেই ভারত —রাশিয়া ও চীনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার উদ্যোগ বাড়িয়েছে। ইরাক নিয়ে আর একটা বিনিময়ও বিজেপি চায়। কাশ্মীর সমস্যায় মুখরক্ষার মতো একটা সমাধান সূত্র এখন বিজেপি'র খুবই দরকার যেটাকে তারা ভোটে 'তুরুপের তাস' হিসাবে ব্যবহার করবে। কাশ্মীর সমস্যায় কোনও তৃতীয় দেশের ভূমিকা নেই বলে বিজেপি নেতারা মুখে যাই চীৎকার করুন, আমেরিকা এখন নিছক 'তৃতীয়' নয়, প্রধান মুরুব্বি হয়ে বসে আছে। তাই প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি কাশ্মীরে গিয়ে শান্তি প্রস্তাব দেবেন, একথা ভারতবাসী জানার আগেই মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জানত। অর্থাৎ আমেরিকার সাথে পূর্বে আলোচনা করেই বা জানিয়েই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর সমস্যায় এই মুরুব্বির সাহায্যই বিজেপি চায়।

কিন্তু ইরাকে সেনা পাঠানো নিয়ে কিছু সমস্যায় বাজপেয়ি-আদবানিরা পড়েছেন। মার্কিন শাসকরা মুখে বলছে, ইরাকের পরিস্থিতি "স্থিতিশীল" করার জন্যই তারা ভারতীয় সেনার সাহায্য চায়। কিন্তু বাস্তবে ইরাকি জনগণের স্বাধীনতার লড়াইয়ের বিরুদ্ধেই মার্কিন সামরিক কমাণ্ডের অধীনে ভারতীয় সেনাদের ব্যবহার করা হবে। এ ব্যাপারে বিজেপি কিছুই অবগত নয়, একথা বললে তাদের বুদ্ধি ও কৌশলক্ষমতার ওপরই অবিচার করা হয়। এর ফল দাঁড়াবে এই যে, মৃত সেনাদের কফিন এখন যেমন আমেরিকা ও ব্রিটেনে যাচ্ছে, তখন তা ভারতে আসবে। কিন্তু কারগিল যুদ্ধের মতো এদের "শহীদ" বানিয়ে মায়াকান্না দেখানো যাবেনা। ভারতীয় জনগণের প্রবল ধিক্কার ও নিন্দার মুখে পড়তে হবে বিজেপি সরকারকে, যেটা ভোটে যথেষ্ট বেগ দেবে। "আসন্ন ভোটে কংগ্রেস একে ব্যবহার করবে না" এমন একটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিও কংগ্রেসের কাছ থেকে বিজেপি আদায় করতে চায়। 'আলাপ আলোচনা', 'সহমত' ইত্যাদি বুলির রহস্য এটাই। কংগ্রেস নেতারা এতদিন কার্যত সেনা পাঠানোর বিরোধিতাই করে আসছিলেন। তাহলে আজ আবার তারা এ নিয়ে আলোচনায় বসছেন কেন? কিছু ব্যাখ্যা চাওয়ার কথা বলছেন কেন? অর্থাৎ, স্পষ্টতই তাঁরা তাঁদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। এখন কংগ্রেসও সেনা পাঠানোর পক্ষে, তবে সে প্রকাশ্যে তা বলবে না, সে চায় বিজেপি সেটা আগে বলুক। ফলে, এই প্রশ্নে কংগ্রেসের সাথে বিজেপি'র মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

তাছাড়া এ ব্যাপারে আরব দুনিয়ার প্রতিক্রিয়া নিয়েও বিজেপি সরকার ভাবছে, যেজন্য আরব দেশগুলিতে অবস্থা বুঝতে লোক পাঠিয়েছিল সরকার। সরকারি মহল, প্রশাসন ও সামরিক কর্তাদের মধ্যেও সেনা পাঠানো নিয়ে মতবিরোধ আছে। এসব বিরুদ্ধতা কোনও নৈতিক কারণে নয়। শ্রীলঙ্কায় শান্তিরক্ষার নামে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর করুণ অভিজ্ঞতাই কর্তাদের ভাবাচ্ছে। শ্রীলঙ্কার মতো অভিজ্ঞতা অন্যান্য কিছু দেশেও ভারতীয় সেনাদের হয়েছে। এসব কারণেই ভারত ইউ এন ও'র ছাতা চাইছে। ওটা থাকলে তারা দেখাতে পারবে — "মহামান্য রাষ্ট্রসংঘের" অনুরোধে ভারতীয় সেনা ইরাকে "শান্তি প্রতিষ্ঠায়" যাচ্ছে, মার্কিন শাসকদের ইচ্ছায় নয়। এই যুক্তির পিছনেও যে কোন নৈতিকতা নেই, তা আগেই বলা হয়েছে।

বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়েই এখন বলছে, একমাত্র দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হলেই তারা সেনা পাঠাবে। মানুষকে ঠকাবার এই একটা ভাল কল বুর্জোয়ারা আবিষ্কার করেছে। তারা যত অপকর্ম করছে সবই দেশের স্বার্থের নামে করছে। এই দেশের স্বার্থ বলতে তারা কাদের স্বার্থ বোঝাচ্ছে? সে কি ভারতবর্ষের কোটি কোটি শোষিত, অত্যাচারিত, অভুক্ত, অর্ধভুক্ত মানুষের? নাকি ভারতবর্ষের মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর? আসলে মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর স্বার্থকেই দেশের স্বার্থ বলে তারা চালাচ্ছে এবং এইভাবে মানুষকে প্রতারিত করে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করছে। এর সাথে জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। তাই ইরাকে সৈন্য পাঠানোতে শুধু আমেরিকারই নয়, ভারতের মালিকশ্রেণীর স্বার্থও নিহিত আছে এবং এ ব্যাপারেও কংগ্রেস, বিজেপি উভয়েই এক।

ভারতবাসীর পক্ষে এমন অপমানকর ঘৃণ্য প্রস্তাব আসামাত্রই তা প্রত্যাখ্যান করার বদলে বিজেপি সরকার তা নিয়ে এতদূর এগোতে পারল কী করে? সরকার দেখেছে, মার্কিন-ব্রিটিশ শাসকরা

সাতের পাতায় দেখুন

বেহালা বন্‌ধ

একের পাতার পর

ট্রাম, গাড়ির থেকে মানুষের ঢল পথে নেমে এসে অবরোধকারীদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে থাকল। স্থানীয় মানুষের প্রচেষ্টায় কমরেড দেবাশিসকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে জানা গিয়েছে দেবাশিসের মালাইচাকি ভেঙে গিয়েছে, ভর্তি করা হয়েছে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। অবরোধের ফলে গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একদিকে বেহালা বাজার অন্যদিকে মাঝেরহাট ব্রিজের ওপরে। বাস এবং গাড়ির মাথায়, পাঁচিলের ওপরে মানুষ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কী ঘটতে চলেছে তা জানবার জন্য। বন্দুকধারী, কাঁদানে গ্যাসধারী কয়েকশ' পুলিশ তখন চতুর্দিক ঘিরে ধরেছে। জনগণও ঘিরে রয়েছে বিক্ষোভকারীদের। আক্রমণ হলেই প্রতিরোধ হবে — পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পরিস্থিতি থেকে। পরিস্থিতি বিচার করে পুলিশ কিছুটা পিছিয়ে গেল। ইতিমধ্যে ৪টা বেজে গিয়েছে। ক্যাশ কাউন্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস ঘোষণা করলেন, যেহেতু ক্যাশ কাউন্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই অবরোধ তুলে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ ও সিটুর যৌথ আক্রমণের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে আগামীকাল অর্থাৎ ২৭ জুন বেহালা অঞ্চলে ১২ ঘন্টা বন্‌ধ পালন করা হবে। এই বন্‌ধ ঘোষণাকে সমর্থন জানালেন ফেডারেশন অফ ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের দক্ষিণ-পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস। বিক্ষোভকারীরা এবার শুরু করেন মিছিল। মিছিল তারাতলা থেকে বেহালার চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। চৌরাস্তার মোড়ে তখন চলছিল ডি ওয়াই ও-র মিটিং-এর প্রস্তুতি। তাঁদের অনুরোধে সেই মঞ্চ থেকে অ্যাবেকা'র সাধারণ সম্পাদক বলেন, কেন্দ্রের সাথে হাত মিলিয়ে রাজ্য সরকার বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে একদিকে সাধারণ গ্রাহকদের প্রতিবছর বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে অভিন্ন মাশুলনীতি কার্যকরী করে বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর বিদ্যুতের দাম কমাচ্ছে। প্রতিবাদ করলে শাসকদলের কর্মী ও পুলিশ যুক্তভাবে আক্রমণ করছে। বর্বরদের মতো মহিলাদের উপর পুরুষ পুলিশদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে বেহালা বন্‌ধকে সমর্থন করার জন্য তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দল, গণসংগঠনের প্রতি আহ্বান জানান।

২৭ জুন সকাল থেকেই সন্ত্রাসের পরিবেশ তারাতলা থেকে ঠাকুরপুকুর — সমগ্র বেহালা অঞ্চলে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ। র‍্যাফ টহল দিচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। গাড়িতে গাড়িতে ব্ল্যাক ক্যাট। আর ঝাণ্ডা বেঁধে অটো নিয়ে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে সমাজবিরোধীদের জমায়েত করে বন্‌ধ ব্যর্থ করার প্রচার চালাচ্ছে সি পি আই (এম)। এর মধ্যে অ্যাবেকা-র একটা প্রচার গাড়ি বেরিয়েছে বন্‌ধ-এর সমর্থনে। রাস্তার মোড়ে আসতেই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির ওপর। বিনা কারণে গাড়িসহ প্রচারকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হল। জনগণ হতবাক। গণতান্ত্রিক দেশে বন্‌ধ ভাঙার প্রচার চলতে পারে, কিন্তু বন্‌ধ-এর পক্ষে প্রচার করলেই গ্রেপ্তার ! এ কোন গণতন্ত্র ? ঐ সকালে যে কয়েকটা দোকান খুলেছিল, এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নীরবে প্রতিবাদ জানাতে তাও বন্ধ হয়ে গেল। সারা বেহালা স্তব্ধ। শুধু পুলিশের গাড়ি আর সি পি এম-এর অটো। বন্‌ধ-এর এই অভূতপূর্ব সাফল্যে ক্ষিপ্ত শাসকদল পুলিশ নিয়ে হামলা চালাতে শুরু করল বন্‌ধ-কর্মীদের ওপর। র‍্যাফ ঢুকিয়ে দেওয়া হল বড়িশা গার্লস স্কুলে। পুলিশ ঘিরে ফেলল বেহালা আঞ্চলিক এস ইউ সি আই অফিস। এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বেলা ঠিক ১১টায় মিছিল বের করা হল। মিছিল বেহালা ট্রাম ডিপোর কাছে পৌঁছতেই একদিকে সি পি এম-এর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী অন্যদিকে পুলিশ ও র‍্যাফবাহিনী ঘিরে ফেলে নির্বিচারে লাঠিচার্জ করলো। ১১ জন কর্মী আহত। অ্যাবেকার দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতা শাখার সভাপতি সমীর ভট্টাচার্য, এস ইউ সি আই কলকাতা জেলার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড শিলাজিৎ সান্যাল, পশ্চিম বেহালা আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড তপন চক্রবর্তী, ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সভানেত্রী কমরেড প্রণতি কর সহ ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকে রাখা হল থানায়। বামফ্রন্টের সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানিয়ে ১২ ঘন্টা বন্‌ধ পালন করায় বেহালাবাসীকে অভিনন্দন জানাতে সন্ধ্যায় বেহালা ট্রাম ডিপোর কাছে অভিনন্দন সভায় বক্তব্য রাখলেন অ্যাবেকার দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতা জেলার সম্পাদক স্বপন পালিত, এফ টি ও-র প্রশান্ত বিশ্বাস ও রাজ্যের সহ সভাপতি লক্ষণ সমাদ্দার, শিক্ষিকা স্নিগ্ধা কর, এস ইউ সি আই কলকাতা জেলার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সান্টু গুপ্ত।

সভা থেকে আগামী ১৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট থেকে ৭টা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলো বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানাবার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

২৭ জুন বন্‌ধের দিন বেহালা বাজার

বিদ্যুৎ প্রশ্নে সি পি এমের দ্বিচারিতা

দিল্লি	পশ্চিমবঙ্গ
"বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে এই মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে দিল্লির রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানালো সি পি আই (এম) দিল্লি রাজ্য কমিটি। বিদ্যুৎ বিলি ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের সরাসরি ফল হলো এই মাশুল বৃদ্ধি"। (গণশক্তি ২৮-০৬-০৩)	"এস ইউ সি ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার বিল বয়কট আন্দোলনের প্রতিবাদে পুরো সি ই এস সি'র সব কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ায় হুমকি দিয়েছে সংস্থার সিটু সংগঠন, ক্যালকাটা ইলেট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন। কাজ বন্ধ করার হুমকি দিয়ে ইউনিয়ন চিঠি দিয়েছে বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে।" (আনন্দবাজার ২৮-০৬-০৩)

ওরা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন

বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যে যে বিল বয়কট আন্দোলন চলছে সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস তাকে কটাক্ষ করে বলেছেন, জবরদস্তি দরজায় তালা লাগিয়ে, শাটার নামিয়ে দিয়ে আন্দোলনের নামে অশান্তি তৈরি করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিল বয়কট তো জনগণ করবেন, কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা জোর করে বয়কট করাবেন তা তো হয় না। তিনি বলেন, সি পি এম কেন্দ্রের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে।

অনিলবাবু সঠিক বলেননি। রাজ্যের কোন কাউন্টারেই তালা ঝোলানো হয়নি, শাটারও নামেনি। অনিলবাবু এসব বলছেন, আন্দোলনে নামিয়ে আনা আক্রমণ তীব্রতর করার দুরভিসন্ধি থেকেই। দ্বিতীয়ত, যে হাজার হাজার গ্রাহকরা বিল বয়কট করলেন, আন্দোলনের প্রয়োজনে গ্রাহক সমিতি গঠন করলেন সেই গ্রাহকেরা সি পি এমের ভাষায় জনগণ নন। গ্রাহকদের নিজস্ব উদ্যোগে এই আন্দোলনে এগিয়ে আসাকে নস্যাৎ করে দিয়ে অনিলবাবুরা কার স্বার্থ দেখছেন ? সি পি এম নেতৃত্বের বোঝা উচিত, জোর করে বিল বয়কট করানো যায় না, যদি না গ্রাহকদের সমর্থন থাকে। এস ইউ সি আই দলের কর্মী-সমর্থকরা সরকার, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং সি ই এস সি-র বিভ্রান্তিকর যুক্তি খণ্ডন করে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা জনগণকে বোঝাবেন — একটা সত্যিকারের জনস্বার্থ-রক্ষাকারী দলের কর্মীদের এটাই তো প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর মধ্যে তিনি 'জোর' দেখলেন কোথায় ?

সবশেষে তিনি দাবি করেছেন, তাঁরা নাকি কেন্দ্রের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। কিন্তু কোথায় ? আন্দোলনের নামে তাঁরা কেন্দ্রের বিদ্যুৎ আইনকেই রাজ্য বিধানসভায় পাস করিয়ে কার্যকরী করছেন, দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন ভাঙার জন্য। তবে কি আন্দোলন ভাঙার ভূমিকাকেই তাঁরা আন্দোলন করা বলছেন ?

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে বিদ্যুৎ বিল বয়কট

ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র-অভিভাবকদের অবস্থানে পুলিশের হামলা

হলদিবাড়িতে ২৪ ঘন্টার বন্‌ধ

স্কুলের নতুন বছর শুরু হতেই শহরে গ্রামে ভর্তি ফি বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই এবং ছাত্র সংগঠন ডি এস ও ছাড়া অন্য কোন দল বা সংগঠন আন্দোলন দূরের কথা, প্রতিবাদেও এগিয়ে আসছে না। অপরদিকে সিপিএম সরকারের পুলিশ প্রশাসন ছাত্র-অভিভাবকদের অত্যন্ত ন্যায্য অভিযোগকেও লাঠির জোরে দমিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে গত ২৫ জুন ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থানে পুলিশ ছাত্র ও তাদের পিতামাতাদের বেপরোয়া লাঠিপেটা করেছে। হলদিবাড়ির নাগরিকরা এটা মেনে নিতে পারেননি, তাই এস ইউ সি আই-এর ডাকা ২৪ ঘন্টার বন্‌ধে তারা সাড়া দিয়েছেন ব্যাপকভাবে।

হলদিবাড়ির কালুরাম জুনিয়র স্কুল, গার্লস হাই স্কুল ও হলদিবাড়ি হাই স্কুলে এবছর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নির্ধারিত হার থেকে দ্বিগুণ ফি নেওয়া হয়। ৬৩ টাকার স্থানে ১০৭ টাকা, ৭৫ টাকার স্থানে ১২৫/১৩০ টাকা আদায় করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিবাদই গ্রাহ্য করতে চায়নি। ১৭ জুন ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা বিডিও'র কাছে এই মর্মে অভিযোগ জানায় ও বাড়তি টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি করে। বিডিও স্বীকার করেন যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ বে-আইনি কাজ করেছেন এবং এর প্রতিকারের ব্যবস্থা তিনি করবেন। ৭ দিনের মধ্যে কোনও প্রতিকার না হওয়ায় ২৫ জুন ছাত্র ও অভিভাবকরা যৌথভাবে অবস্থানে সামিল হয়। বিডিও দপ্তরে ছিলেন না, সন্ধ্যায় ফিরবেন বলে জানা যায়। বেলা ১২টা থেকে শুরু হওয়া অবস্থান শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল। বেলা ৫টার পর সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটির কিছু মার্কামারা ব্যক্তি, ঐ অবস্থানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে পুলিশ ডেকে আনে, ওদেরই অঙ্গুলিহেলনে পুলিশ ও র‍্যাফ অবস্থানরত ছাত্র ও তাদের মায়েদের উপরও বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে দেয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই শহরের নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যায়। অভিভাবকরা মিছিল করে থানায় যান, কেন এভাবে লাঠি চালানো হল, তার ব্যাখ্যা দাবি করেন। পুলিশ কোনও জবাবই দিতে চায়নি। এরপরই এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ২৬ জুন ২৪ ঘন্টা হলদিবাড়ি বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়।

২৬ জুন ভোর হতেই এস ইউ সি আই কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে থাকে। পথে নেমে বন্‌ধের পক্ষে প্রচারও করতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন রাস্তায় ও অফিস-কাছারির বাইরে লাগানো এস ইউ সি আই ব্যানার ফেস্টুন পুলিশ খুলে নিয়ে যায়। প্রকাশ্য রাজপথ থেকে মহিলা নেত্রী আলেমা সরকার, শিক্ষক রঞ্জন সরকার ও শিক্ষিকা প্রমীলা রায় সহ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। আলেমা সরকারের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ভ্যানে তোলে। প্রশাসন জোর করে ২/১টি বাস চালাতে পারলেও, দোকান-বাজার খোলাতে পারেনি। বন্‌ধে গরিব মানুষের সাড়া ছিল ব্যাপক। ছোট ছোট দোকানও এদিন বন্ধ ছিল। সন্ধ্যায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে এক বিরাট মিছিল শহর পরিক্রমা করে জনগণকে অভিনন্দন জানায় এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ঘোষণা করে। জানা গেছে, ২৫ জুলাই বিডিও এক চিঠিতে জেলাশাসককে ঐ তিনটি স্কুলে বেআইনিভাবে বাড়তি হারে ফি নেওয়ার ঘটনাটি জানিয়েছেন। বাড়তি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ছাত্রদের দাবির ব্যাপারে তিনি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

বন্‌ধের দিন হলদিবাড়ি স্টেশন রোড

শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা ২৭ জুন নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

"আজকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সংক্রান্ত দু'টি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ই এস আই-এর আঞ্চলিক অধিকর্তা ইউ সি দোলে জানিয়েছেন যে ই এস আই-এর টাকা, যার একটা অংশ শ্রমিক কর্মচারীদের কষ্টার্জিত টাকা, রাজ্য সরকার কর্মীদের চিকিৎসার জন্য খরচ না করে অন্য খাতে খরচ করে। এবং এর ফলে উপযুক্ত মানের চিকিৎসা থেকে রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং সরকারের কাছে দাবি করছি যে, ই এস আই-এর টাকা শ্রমিক কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্যই ব্যয় করতে হবে — অন্য খাতে ব্যয় করা চলবে না।

গত ২৬ জুন রাজ্যের বন্ধ চা-বাগানগুলি নিয়ে আলোচনায় অনাহারে শ্রমিক মৃত্যু প্রসঙ্গে রাজ্য শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন যে ভঙ্গিতে এবং যে ভাষায় সরকারের দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন তার নিন্দার কোন ভাষা আমাদের জানা নেই। দীর্ঘদিন ধরে মালিকশ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে আজ রাজ্য সরকার যেখানে নিজেদের নিয়ে গিয়েছেন তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে অনাহারে শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে তাঁরা এত উদাসীন থাকতে পারেন এবং এত অমানবিক আচরণ করতে পারেন। সরকারের এই মালিকতোষণ নীতির ফলেই মালিকদের জুলুম ক্রমাগত বাড়ছে। আমরা রাজ্য সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে রাজ্যের সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীকে সরকারের এই শ্রমিকস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানাচ্ছি।"

ইরাকে ভারতীয় সেনা

পাঁচের পাতার পর

ইরাক আক্রমণ করার পর, তার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে যখন প্রতিবাদের ঢেউ উঠল, তখন এদেশে সি পি এম, সি পি আই-এর মত বামপন্থী দলগুলি এর প্রতিবাদে দু-একটা বড় বড় মিটিং-মিছিল ছাড়া কার্যকরী কিছুই করেনি। এমনকি মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাবে পর্যন্ত রাজি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের সরকারে থেকে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি পুঁজি, বিশেষত মার্কিন পুঁজির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থেই, ভারতীয় জনগণের অতীত ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, তারা যে এটা করেনি, তা বুঝে নিতে ভারত রাষ্ট্রের অসুবিধা হয়নি। তাই ইরাকে ভারতীয় সেনা পাঠালেও, এসব দল দেশের জনগণ ও দলের সৎ কর্মীদের বিভ্রান্ত করার জন্য মৌখিক কিছু বিবৃতি ও প্রতিবাদ কর্মসূচি ছাড়া যথার্থ কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নেবেনা, একথা বলাই বাহুল্য। তবুও একথা স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় জনমতের ভয়েই বিজেপি সরকার ইরাকে সেনা পাঠানোর প্রশ্নে দু-পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এই বিপদের সম্ভাবনা থাকছে বলেই, ভারতীয় জনগণকে সজাগ ও সতর্ক থাকার এবং কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

বিশ্বায়নের সমানাধিকার !

বিশ্বায়ন পরবর্তী এই বিশ্বে এখন নাকি গণতন্ত্রের খোলা হাওয়া, সারা পৃথিবীর মানুষ একটাই 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা বিশ্বগ্রামের বাসিন্দা। সকলেরই আছে সমানাধিকার। এই সমানাধিকারের স্বরূপ কেমন ?

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেদেশে কর্মরত ভারতীয় সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে সেদেশের সরকার প্রতি বছর ২২ হাজার কোটি টাকা আদায় করে সামাজিক সুরক্ষার নাম করে, অথচ এই সমস্ত ভারতীয়রা সেদেশের সামাজিক সুরক্ষার বিন্দুমাত্র সুবিধাও পান না। মার্কিন আইন অনুযায়ী, সেদেশে কর্মরত প্রতিটি মানুষকে প্রতি বছর তার উপার্জনের ১৫ শতাংশ অর্থ সামাজিক সুরক্ষা ভাণ্ডারে জমা দিতে হয়। এরকমভাবে ১০ বছর টাকা জমা দিয়ে যাবার পর তাঁরা সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাগুলো পাবার অধিকারী হ'ন। আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয়দের কাছ থেকেও ঐ একই নিয়মে প্রতি বছর তাঁদের উপার্জনের ১৫ শতাংশ আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু তাঁরা ৬ বছরের বেশি সেদেশে কাজ করার অনুমতি পান না, তাই সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাগুলিও তাঁদের হাতে আসে না। অথচ, প্রতি বছরে জমা দেওয়া এই বিপুল পরিমাণ অর্থ, কাজের মেয়াদ ফুরোলে তাঁরা ফেরত পান না।

ভারতবর্ষের মতো দেশের সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করা হলেও ধনী দেশগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য নীতি। ২০টি ধনী দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি অনুযায়ী, সেই সমস্ত দেশের যে সব মানুষ আমেরিকায় কর্মরত, তাদের কাছ থেকে সামাজিক সুরক্ষা খাতে কোনও টাকা আদায় করা হয় না। সমানাধিকারের কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত !

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক মার্কিন সামাজিক সুরক্ষা ভাণ্ডারের এক বড়কর্তার কাছে আবেদন করে বলেছেন যে, এই খাতে টাকা কেটে নেওয়া বন্ধ করা হোক এবং কেটে নেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হোক। হিসাব করে দেখা গেছে, এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে কম করে পাঁচটি ভারতীয় রাজ্যের বার্ষিক পরিকল্পনাগুলিকে রূপদান করা যায়। অবশ্য তাঁদের আবেদনে মার্কিনী-কর্তাদের হৃদয় যে গলবে — এমন আশা ভারতীয় কর্তারা করেন না। (তথ্যসূত্র ঃ স্টেটসম্যান, ২১-৬-০৩)

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৪৬ সংখ্যা

বিদ্যুৎবিল বয়কটের চিত্র

সংবাদপত্রের দর্পণে

'এস ইউ সি আই এবং অ্যাবেকার ডাকা বিল বয়কটের জেরে শুক্রবার সিইএসসি'র কাউন্টারগুলি কার্যত অচল হয়ে পড়ে। নিরাপত্তার কারণে সিইএসসি'র রিজিওনাল অফিসগুলির সামনে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। তা সত্ত্বেও এদিন কলকাতার সিইএসসি'র ৩৬টি বিল জমা দেওয়ার দপ্তরের সামনে কড়া অবরোধ তৈরি করেন এস ইউ সি আই এবং অ্যাবেকার কর্মীরা। ... কলকাতার সিইএসসি'র বিভিন্ন কাউন্টারে এদিন অন্যান্য দিনের তুলনায় কম পরিমাণে বিল জমা পড়েছে। ... পর্ষদ এলাকায় মোট ৩৯২টি কাউন্টারে এদিন বিক্ষোভ দেখান ওই দুই সংগঠনের কর্মীরা। আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ।"

— সংবাদ প্রতিদিন, ২১/০৬/০৩

"বিদ্যুৎবিল বয়কটের ডাক দিয়ে শুক্রবার রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি। বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সি ই এস সি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্যাশ কাউন্টারগুলির সামনে এস ইউ সি'র সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান ও গ্রাহকদের বিল বয়কট করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রায় সমস্ত ক্যাশ কাউন্টারেই ছিল পুলিশি পাহাড়া।

— বর্তমান, ২১/০৬/০৩

"বিদ্যুতের মাসুলবৃদ্ধি, অভিন্ন মাসুলনীতি এবং বর্ধিত সিকিউরিটির প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে ধর্মতলার সি ই এস সি ক্যাশ কাউন্টারের সামনে বিল বয়কটের কর্মসূচি শুরু করেছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। তাদের বক্তব্য, বিদ্যুতের বর্ধিত সিকিউরিটি আদায়ের ব্যাপারে সি ই এস সি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ 'বিদ্যুৎ আইন' থেকে শুরু করে হাইকোর্টের পূর্বতন রায় কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করছে না। সি ই এস সি কানেকটেড লোডের ভিত্তিতে নিজের খেয়ালখুশি মতো তৈরি তিনমাসের বিদ্যুৎবিলকে সিকিউরিটি হিসাবে গ্রাহকদের কাছে দাবি করছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে কানেকটেড লোডের ভিত্তিতে তৈরি দুমাসের বিলকে সিকিউরিটি হিসাবে গ্রাহকদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। আর গ্রাহকরা এই টাকা জমা না দিলে ৭ দিনের নোটিশে লাইন কেটে দেবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণ আইনবিরোধী। এর বিরুদ্ধেই অ্যাবেকার এই বিল বয়কট আন্দোলন।" — খবরের কাগজ, ২১/০৬/০৩

"রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং সি ই এস সি তাদের ৬৪ লক্ষ গ্রাহকের 'সিকিউরিটি ডিপোজিট' জমা রাখার পরিমাণ বাড়াচ্ছে। বিদ্যুৎ মহলের খবর, এবার থেকে যতবার বিদ্যুতের মাশুল বাড়বে, ততবারই ওই অঙ্ক বাড়তে পারে। অন্তত পর্ষদ তেমনি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ... বিদ্যুৎগ্রাহক সংস্থা অ্যাবেকা শুক্রবার যে বিদ্যুৎবিল বয়কট আন্দোলন শুরু করেছে, তার অন্যতম দাবি হল, অতিরিক্ত ডিপোজিট আদায় বন্ধ করা।"

—আনন্দবাজার, ২১/০৬/০৩

বীরভূম

আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ সভা

বীরভূম জেলায় ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত রাজগ্রাম স্টোন কোং লেবার ইউনিয়ন, মুরারই থানা ট্রাক লোডিং শ্রমিক ইউনিয়ন, বীরভূম বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন (মুরারই শাখা) বীরভূম মোটর ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন (মুরারই) ও বীরভূম পাথর শ্রমিক ইউনিয়ন (মুরারই শাখা) প্রভৃতির নেতারা ১৩ জুন এক সভায় মিলিত হন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষদের সংগঠিত করে লাগাতার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। জুলাই মাসের প্রথম দিকে আইন অমান্য এবং অবরোধ এবং জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হবে।

এই সভায় কমরেড ব্রজমোহন দাসকে আহবায়ক করে মুরারই থানা ইউ টি ইউ সি-এল এস কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৯ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাতটা বিদ্যুতের আলো বর্জন করুন

গুজরাট দাঙ্গা মামলা

বিচারের নামে প্রহসন

গুজরাটের যে দাঙ্গার বীভৎসতা শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীর জনবিবেকে আলোড়ন তুলেছিল, যে দাঙ্গার নৃশংসতা অতীতের সমস্ত নজির ছাড়িয়ে গিয়েছিল, পরিকল্পিত গণহত্যার ঘৃণ্য নজির গড়েছিল — সেই দাঙ্গার হত্যাকারীদের আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে যতগুলো মামলা আজ পর্যন্ত কোর্টে উঠেছে, সবগুলোতেই দেখা যাচ্ছে সাক্ষীরা, মৃতদের আত্মীয়রা, এমনকি অভিযোগকারী নিজেও আদালতে দাঁড়িয়ে বলছেন — তাঁরা কিছু দেখেননি, কিছু শোনেন নি, দাঙ্গার জায়গায় ছিলেনই না।

দাঙ্গার সময় আমেদাবাদের একটি পাঁউরুটির কারখানা 'বেস্ট বেকারী'তে আক্রমণ চালিয়ে ১২ জন মুসলিম ও ৩ জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা হয়। খুনিদের চিহ্নিত করে আদালতে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল নিহতদের আত্মীয়দের পক্ষ থেকে, তা চলার সময় দেখা গেল, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা উল্টো সাক্ষ্য দিলেন। এমনকি কেউ কেউ এমনও বললেন যে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ব্যক্তিরা দোষী তো নয়ই, তাঁরাই বরং জুলন্ত বেকারি থেকে তাঁদের উদ্ধার করেছেন। অভিযোগকারীরাই যদি সাক্ষ্য দিতে এসে দোষীদের উদ্ধারকারী হিসাবে সার্টিফিকেট দেয়, তাতে বোঝাই যায়, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তাদের পিঠে ঠেকানো ছিল অদৃশ্য বন্দুক। যেটা দৃশ্যমান হল শুনানির শেষে, যখন ঐ সাক্ষীদের হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন বিজেপি নেতারা। বিচারপতি, অভিযুক্তদের 'মুক্তি'র রায় দিতে গিয়ে বলেছেন, একজন ব্যক্তিও যে দাঙ্গাবাজদের চিহ্নিত করতে এগিয়ে এলনা, এজন্য পুলিশ দায়ী, কারণ তারা ঘটনার ৮ ঘন্টা পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল এবং নির্দোষদের ধরেছিল। বিচারপতি যাই বলুন, এই পরিণতি কেবলমাত্র পুলিশের অদক্ষতার কারণে ঘটেনি। নরেন্দ্র মোদি সরকারের ষড়যন্ত্র মতো পুলিশ কাজ করেছে।

প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শনের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বিজেপি সরকার দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষজনকে সাদা কথায় বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের কথা না শুনলে সংখ্যালঘু মানুষদের জানমান নিয়ে বেঁচে থাকতে দেবেনা। ফলে বিচার পরিণত হয়েছে প্রহসনে।

একথা পরিষ্কার যে, 'হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু হত্যাকারী কেউ নেই" এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই গুজরাট দাঙ্গার চ্যাপটার শেষ হবে। হায় আইনের শাসন ! হায় গণতন্ত্র !

জেলায় জেলায় বয়কট আন্দোলন

চারের পাতার পর

বর্ধমান

জামালপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে যখন বিল বয়কট করার জন্য অ্যাবেকার স্বেচ্ছাসেবকরা সাধারণ গ্রাহকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছিলেন, তখন স্থানীয় সি পি এম-এর লোকজন সমাজবিরোধীদের জড়ো করে তাদের উপর চড়াও হয় এবং এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দকে মারধর করে এবং পুলিশ নিয়ে এসে এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃস্থানীয় ভোলানাথ ঘোষ ও প্রশান্ত সরকার সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করায়। উল্লেখ্য যে পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে এফ আই আর গ্রহণ করতে থানা অস্বীকার করে।

বাঁকুড়া

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ২০ জুন থেকে লাগাতার বিল বয়কটে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ওন্দা, বড়জোড়া, সিমলাপাল প্রভৃতি স্থানের বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। অন্যদিকে জেলার সব ক্যাশ কাউন্টারেই ছিল পুলিশি তৎপরতা। এতদ্‌সত্ত্বেও বহু বিদ্যুৎ গ্রাহক নির্ভীকভাবে বিল বয়কট আন্দোলনে অংশ নেন। এসব দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে কোথাও কোথাও পর্ষদের কিছু কর্মী আন্দোলনকারীদের ভীতি প্রদর্শন করে। পাশাপাশি বহু পর্ষদ কর্মী এই আন্দোলনকে সমর্থন জানান। আইন-জীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক এবং ছাত্র ও যুবকরা বিল অফিসে এসে দীর্ঘক্ষণ ধরে সহযোগিতা করেন।

২৪ জুন কলকাতার ম্যাগনেট হাউসের সামনে

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net